সমাপ্ত প্রকল্পঃঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প।

ক্রঃ নং	ফিল্ডের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
০১	প্রকল্পের নাম	ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প।
০২	প্রকল্পের বর্ণনা	স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে চির অম্লান ও চির ভাস্বর করে রাখার উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৯৮ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও বিভিন্ন কারণে তা বাধাগ্রস্থ হয়। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় বার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পূনরায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ৩০ জুন ২০০৭ তারিখ পর্যমত্ম সমাপ্ত / আংশিক সমাপ্ত কাজগুলো ১ম পর্যায় আখ্যায়িত করা হয়। গ্লাস টাওয়ার নির্মাণসহ অসমাপ্ত কাজগুলো বাসত্মবায়নের জন্য ২য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দুই পর্যায়ে গ্লাস টাওয়ার, শিখা চিরমত্মন, স্বাধীনতা জাদুঘর, অডিও ভিজ্যুয়াল কক্ষ, ফোয়ারা, জলাধার, উন্মুক্ত মঞ্চ ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়।
০৩	প্রকল্পের স্ট্যাটাস	জুন, ২০১৪ তারিখে বাস্তবায়িত।
০৪	বরাদ্দের পরিমান	১৮১৬১.১৪ লক্ষ টাকা
০৫	প্রকল্পের মেয়াদকাল	জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১৪
০৬	প্রকল্পের এলাকা	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, শাহবাগ,ঢাকা (আয়তনঃ ৬৭ একর)
০৭	কাজের বর্ণনা	গ্লাস টাওয়ার নির্মাণ, শিখা চিরন্তন পুনঃ নির্মাণ, স্বাধীনতা জাদুঘর সজ্জিতকরণ, জলাধার ফিনিসিং, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, অবশিষ্ট ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ম্যুরাল সংশোধন ইত্যাদি।
০৮	গ্লাস টাওয়ারের বৈশিষ্ট্য	১৬ফুট × ১৬ফুট Base size এবং ১৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট স্টীল ফ্রেমে একটির পর একটি কাঁচ স্থাপন (stack) করে স্বাধীনতা স্তম্ভ (গ্লাস টাওয়ার) নির্মিত। স্তম্ভে আলোকিত করার জন্য ৭০ ও ২৫০ ওয়াটের সর্বমোট ১৪৪ টি জার্মানীর ERCO Brand এর লাইট ফিটিংস সহ সীমাহীন আকাশে আলোর রশ্মি সৃষ্টির লক্ষ্যে স্তম্ভের চারকোণায় ৭০০০ ওয়াট ৪টি Xenon light স্থাপিত।
০৯	প্রকল্প ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম	১) এনডিই-নোভাম কনসোর্টিয়াম (গ্লাস টাওয়ার নির্মাণ) ২) ন্যাশনাল ডেভলাপমেন্ট ইঞ্জিনীয়ার্স লিঃ (শিখা চিরন্তন পুনঃনির্মাণ) ৩) মেসার্স লাবনী এন্টারপ্রাইজ (স্বাধীনতা জাদুঘর সজ্জিতকরণ) ৪) ক্রিয়েশন্স আনলিমিটেড (স্বাধীনতা জাদুঘরে লাইট এন্ড সাউন্ড শো'র ব্যবস্থা) ৫) মমতাজ ইঞ্জিনীয়ার্স লিঃ (সীমানা প্রাচীর নির্মাণ) ইত্যাদি

প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

- সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্যতম ধারক ও বাহক;
- এ স্থানে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতার ডাক দেন;
- এখানেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে;
- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর এ স্থানে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দান করেন।

প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

- এ স্থানেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে সংবর্ধনা দেয়া হয়;

- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ স্থানে শিখা চিরন্তন স্থাপন করেন।

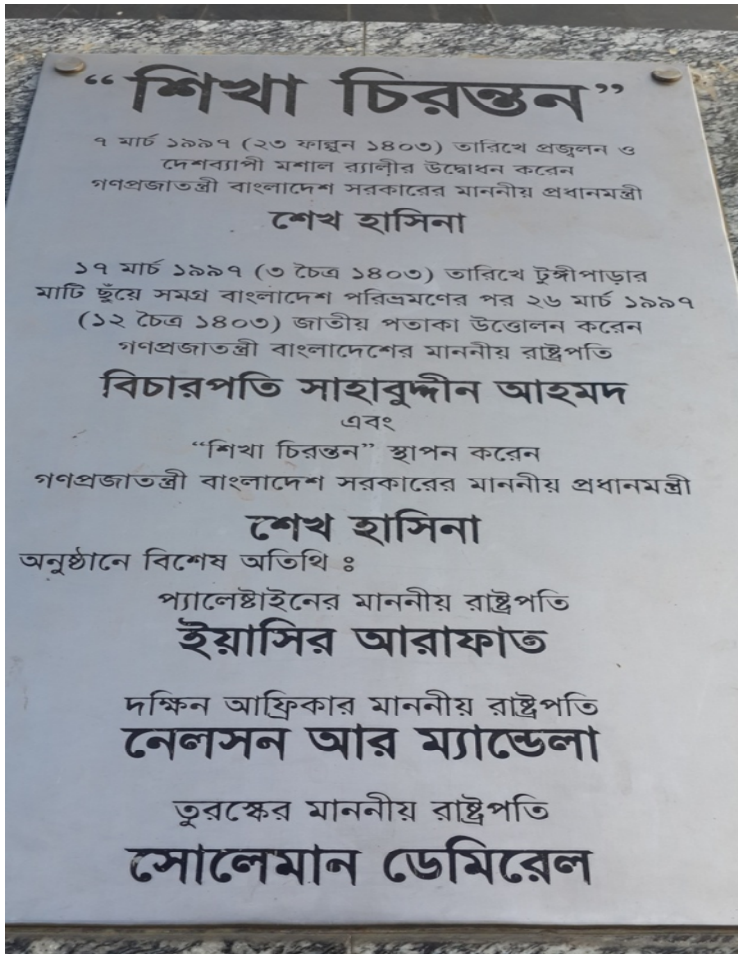

দিনের আলোয় স্বাধীনতা স্তম্ভ

গোধূলী লগ্নে স্বাধীনতা স্তম্ভ

রাতে স্বাধীনতা স্তম্ভ

রাতে স্বাধীনতা স্তম্ভ

শিখা চিরন্তন পুনঃনির্মাণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ দিক নির্দেশনায় স্থাপত্য অধিদপ্তরের স্থাপত্য নকশায় শিখা চিরন্তন পুনঃনির্মিত

১ম পর্যায়ে নির্মিত শিখা চিরন্তন

পুনঃনির্মিত শিখা চিরন্তন (দিনের বেলা)

পুনঃনির্মিত শিখা চিরন্তন (রাতের বেলা)

স্বাধীনতা জাদুঘর

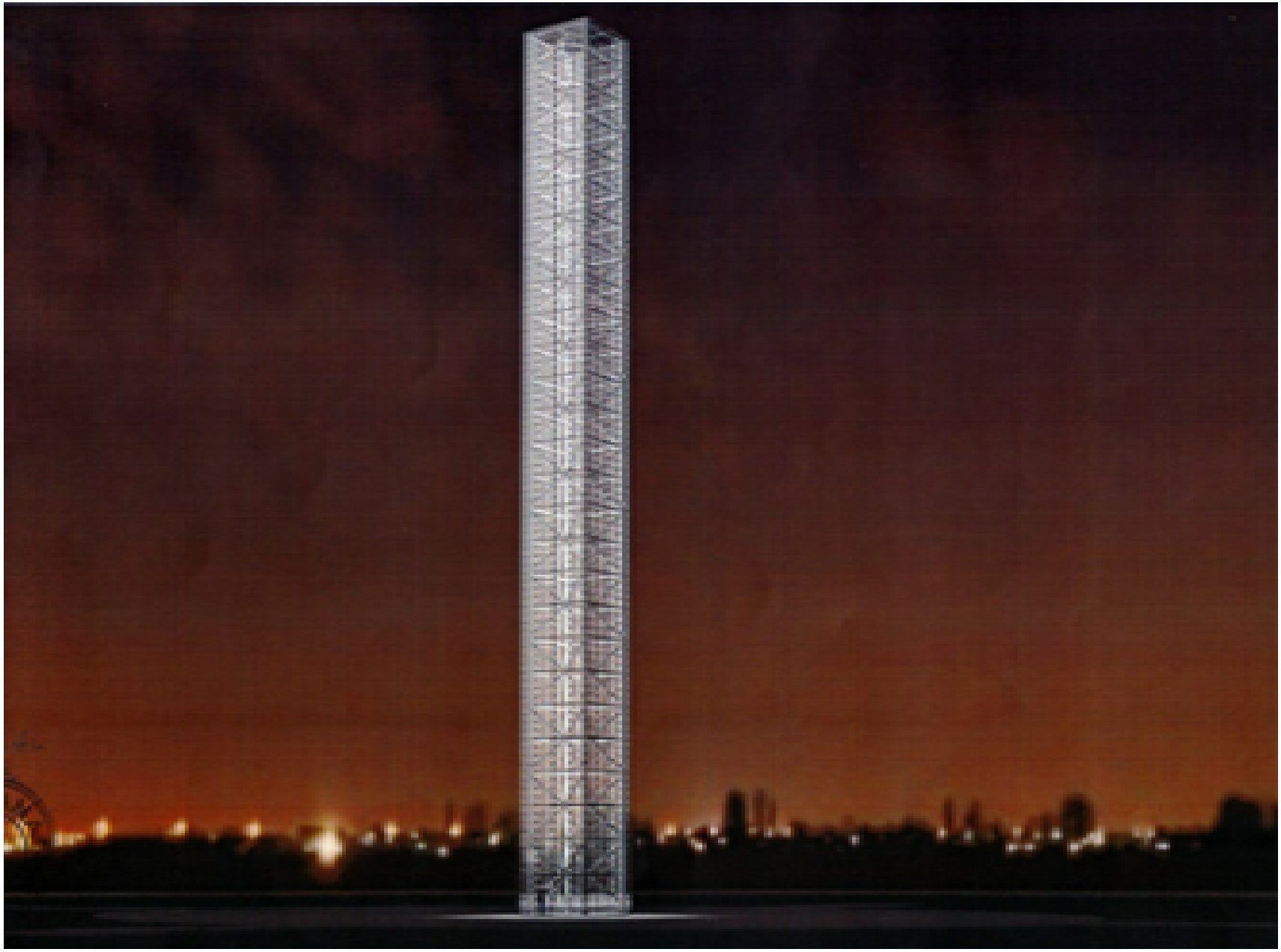

স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প (রাতের গ্লাস টাওয়ার)